স্বর্ণচোরাচালান বন্ধে করণীয়

মোহাম্মদ মহসিন হোছাইনী
অতিরিক্ত পরিচালক
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট

উপস্থাপনায় যা থাকছে

বাংলাদেশে স্বর্ণ শিল্প

স্বর্ণের চাহিদা ও যোগান

বাংলাদেশে স্বর্ণ শিল্প বিকাশে বিদ্যমান অন্তরায়সমূহ

স্বর্ণ চোরাচালান

ব্যাগেজ রুল ও অপব্যবহার

স্বর্ণ চোরাচালানের ক্ষতিকর প্রভাব

স্বর্ণ চোরাচালান বন্ধে আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

স্বর্ণ চোরাচালান বন্ধে করণীয়

বাংলাদেশে স্বর্ণ শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

Bangladesh at 50: Development Role Model

In just 5 decades of Independence, transitioned to Middle-Income Status

Bangladesh on track to become $500 Billion Economy

Aspirations for Upper Middle-Income Country by 2031 and Developed Country by 2041

50 Years Achievements

- Gross Domestic Product Increased from **USD 9 Billion to USD 400+ Billion**
- FOREX Reserve Increased to USD**44 Billion**
- Per Capita Income Increased **from 137 USD to 2800+ USD**
- **Agricultural Output Increased from 1 Ton Per Hectare to 5 Tonnes Per Hectare**
- Life Expectancy Increased from **47 to 72 Years**

বাংলাদেশে স্বর্ণ শিল্প

বাংলাদেশের জুয়েলারী শিল্প অত্যন্ত শ্রমঘন। এদেশের ৪০,০০০ জুয়েলারী প্রতিষ্ঠান দেশীয় বাজারে আনুমানিক ২-৩ লাখ কারিগর এবং বিপুল সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে। এই শিল্পের একটি বড় সুবিধা হচ্ছে এর বিনিয়োগ-কর্মসংস্থান অনুপাত অন্যান্য তুলনামূলক শিল্পের তুলনায় কম। বাংলাদেশের কারিগরদের উৎকৃষ্ট মানের স্বর্ণের অলঙ্কার ও জুয়েলারী উৎপাদক হিসেবে দীর্ঘ সুনাম রয়েছে।

১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ থেকে স্বর্ণের জুয়েলারী রপ্তানির নির্দেশিকা এবং পদ্ধতির রূপরেখা সহ জুয়েলারী রপ্তানি স্কিম প্রণয়ন করলেও ২০১৮ সালে স্বর্ণ নীতি প্রণয়ণের আগ পর্যন্ত আমদানি নিষিদ্ধ ছিল। সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত কিছু কঠোর নিয়মের অধীনে ফিনিশড জুয়েলারী, স্বর্ণের বার, অপরিশোধিত ও আংশিকভাবে পরিশোধিত স্বর্ণ এবং স্বর্ণের আকরিক আমদানির অনুমতি দিয়েছে। তবে ২০২০ সালে ১১.৬ কেজি আমদানী ব্যতিত এখন পর্যন্ত স্বণের কোন আনুষ্ঠানিক আমদানী-রপ্তানী সম্পন্ন হয়নি।

স্বর্ণের চাহিদা

বিশ্বব্যাপি স্বর্ণের চাহিদা:

গহনা (৫৩%), কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভ (১৮%) বিনিয়োগ(১৭%), শিল্পে (১২%)

২০২১ ও ২০২২ সালে বিশ্বে স্বর্নের চাহিদা ছিল যথাক্রমে ২৪৯.০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২৬৯.১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যার ৪০% গহনা। এ হারে প্রবৃদ্ধি ধরা হলে ২০৩০ সালে স্বর্ণের মোট চাহিদা হবে ৫১৯.৯০ বিলিয়ন ডলার

বাংলাদেশে স্বর্ণের চাহিদা -

কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভ ছাড়াই রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো ও স্বর্ণ নীতিমালা ২০১৮ এর তথ্য অনুযায়ী দেশে স্বর্ণের বার্ষিক চাহিদা ৪০ টন বলা হলেও বেসরকারী গবেষণার তথ্যমতে এ চাহিদা ২০০ টন বা প্রায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০৩০ সনে ২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হতে পারে। এর মধ্যে ৩০-৪০ টন স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে অবশিষ্ট অংশ প্রতিবেশী দেশসমূহে পাচার হচ্ছে মর্মে গবেষণায় উঠে এসেছে।

স্বর্ণের যোগান

আমাদের স্থানীয় সোনার যোগান পুরোপুরি পারিবারিক উত্তরাধীকার সূত্রে প্রাপ্ত পুরাতন সোনা এবং ব্যাগেজ রুলের আওতায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিদেশ থেকে আনা স্বর্ণের উপর নির্ভরশীল। স্থানীয় চাহিদার মাত্র ১০ শতাংশ আসে পুরাতন সোনা পরিশোধনের মাধ্যমে বাকি ৯০ শতাংশের উৎস হচ্ছে ব্যাগেজ রুলের মাধ্যমে আনীত ও চোরাচালানকৃত সোনা। ব্যাগেজ রুলের মাধ্যমে ২০২২ সালে বাংলাদেশে স্বর্ণ প্রবেশ করেছে প্রায় ৫২ টন। অর্থ্যাৎ বাষিক চাহিদার বাকী অংশ (প্রায় ১৫০ টন) চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে প্রবেশ করেছে আবার চোরাচালানের মাধ্যমেই প্রতিবেশী দেশে পাচার হয়েছে ।

বাংলাদেশে স্বর্ণ শিল্প বিকাশে বিদ্যমান অন্তরায়সমূহ

- রাষ্ট্রীয় নীতিমালা
- প্রযুক্তিগত দুর্বলতা
- ব্যাংক অর্থায়নে অনীহা
- বড় বিনিয়োগে অনাগ্রহ
- ডিজাইনের নতুনত্বের অভাব
- সীমিত গ্রাহক কেন্দ্রিক বাজার
- বৈশ্বিক মানসম্পন্ন যন্ত্রাংশের অনুপস্থিতি
- প্রাথমিক কাঁচামাল যোগানের অপ্রতুলতা
- স্বর্ণ ব্যবসায় সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের অপর্যাপ্ততা
- আন্তর্জাতিক বাজারে স্থানীয় সোনার বাজার সম্পর্কে ব্র্যান্ডিংয়ের অভাব
- শিল্প বিকশিত না হওয়ায় দক্ষ কারিগর ও শ্রমিকদের বিদেশে পাড়ি জমানো
- **চোরাচালান**

স্বর্ণ চোরাচালান

২০১৮-২০২৩ সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ মোট ১৮১টি জব্দ প্রতিবেদন বিএফআইইউতে প্রেরণ করা হয়। এর মধ্যে শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ১২৩টি এবং দর্শনা, বেনাপোল, সাতক্ষীরা, টেকনাফ ও দিনাজপুর স্থলবন্দর থেকে মোট ৫৮টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

জব্দকৃত স্বর্ণের পরিসংখ্যান

বছর	প্রতিবেদন সংখ্যা	পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০১৮	৪	৩.৮০
২০১৯	২৮	৪৬.৯৫
২০২০	২৮	৩৬.০৭
২০২১	৩৫	৪৮.৮২
২০২২	৩৯	৬২.২৩
২০২৩	৪৭	১০১.৮৯
মোট	**১৮১**	**২৯৯.৭৬**

চোরাচালানকালে উক্ত স্বর্ণ আটক হলেও তা প্রকৃত পরিমাণের তুলনায় নগণ্য। গবেষণায় প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রায় ১৫০ টন সোনা চোরাচালানের মাধ্যমে প্রবেশ করে।

স্বর্ণ চোরাচালান

-২০১৮ সালের স্বর্ণ নীতিমালা অনুযায়ী দেশে স্বর্ণের বার্ষিক চাহিদা ২০-৪০ টন

- চাহিদার ১০% আসে পুরনো স্বর্ণের পূনঃব্যবহার থেকে

- ৯০% আমদানির মাধ্যমে

- ব্যাগেজ রুলের আওতায় প্রতি বছর গড়ে অনানুষ্ঠানিক স্বর্ণালংকার ও স্বর্ণ বারে অনানুষ্ঠানিক আমদানি ৭৩ টন

- চোরাচালানের মাধ্যমে আসে প্রায় ১৫০ টন

- স্থানীয় চাহিদা পূরণের পর অবশিষ্ট অংশ ?

ব্যাগেজ রুল

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০২৩ ও স্বর্ণ নীতিমালা-২০১৮ (সংশোধিত-২০২১)' এর ৮.২ উপধারা অনুযায়ী, একজন যাত্রী বিদেশ হতে দেশে আগমনকালে অনধিক ১০০ গ্রাম ওজনের স্বর্ণালংকার সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে এবং অনধিক ১১৭ গ্রাম(১০ তোলা) ওজনের স্বর্ণবার/স্বর্ণপিন্ড প্রতি ভরিতে ৪,০০০ টাকা শুল্ক ও কর পরিশোধ সাপেক্ষে আমদানি করতে পারবেন।

ঢাকা কাষ্টম হাউজের পসিংখ্যান অনুযায়ী শুধু হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাধ্যমেই ২০২০, ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ সালে যথাক্রমে ২.৭৭৫ টন, ২৫.৬৮৯ টন, ৩৫.৭৩৩ টন এবং ৩১.৪৬৮ টন স্বর্ণবার ব্যাগেজ রুলের আওতায় অনানুষ্ঠানিক আমদানি হয়েছে।

ব্যাগেজ রুলের অপব্যবহার

- সরকারের এ নীতিমালার সুযোগে স্বর্ণ চোরাচালানীরা ২০২২ সালে ঘোষণার মাধ্যমে প্রায় ৫২ টন পরিমাণ সোনা বৈধ প্রক্রিয়ায় দেশে এনেছে।
- পরিসংখ্যান অনুযায়ী চোরাচালাণীরা রুলের অপব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৭৩ হাজার কোটি টাকার স্বর্ণবার ও গহনা দেশে আনছে।
- ব্যাগেজ রুলের আওতায় প্রতি তোলা স্বর্ণ আনায় খরচ ৪,০০০ টাকা
- আমদানী নীতির আওতায় প্রতি তোলায় এ খরচ ৭,০০০ টাকা
- চোরাচালানীরা বাংলাদেশগামী যাত্রীদের কিছু সুবিধা দেয়ার বিনিময়ে অথবা চক্রের সদস্যদের বার বার বিদেশে পাঠিয়ে তাদের মাধ্যমে স্বর্ণ নিয়ে আসে।
- উক্ত স্বর্ণের খরচ আমদানীকৃত স্বর্ণের তুলনায় কম হওয়ায় তা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে আকর্ষনীয়।

ব্যাগেজ রুল অপব্যবহারজনিত ক্ষতি

- সরকার রাজস্ব হারায়

- হুন্ডি ব্যবসায়ে উৎসাহ

- রেমিটেন্স প্রবাহ কমে যাওয়া

-চোরাচালানীরা উৎসাহিত হচ্ছে

- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকুচিত হয়

- আনুষ্ঠানিক আমদানী নিরুৎসাহিত হয়

স্বর্ণ চোরাচালানের ক্ষতিকর প্রভাব

- দেশীয় শিল্পের বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়
- কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার অপব্যবহার
- ২২ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হারানো
- সরকার প্রতি বছর ১০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়
- চোরাই স্বর্ণ বিনিময়ের বিপরীতে নিষিদ্ধ/ক্ষতিকর পণ্য আনয়ণ

স্বর্ণ চোরাচালান বন্ধে আইনী কাঠামো

১. দি কাষ্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯, অধ্যায়-১৭- জড়িত স্বর্ণ জব্দ, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ১০ গুন জরিমানা এবং ৬ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড দেয়া যেতে পারে।

২. বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, সর্বনিম্ন ২ বছরের কারাদন্ড থেকে ১৪ বছরের সশ্রম/যাবজ্জীবন কারাদন্ড এমনকি মৃত্যুদন্ড দেয়া যেতে পারে।

৩. বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৪৭, স্বর্ণ চোরাচালানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা আছে এবং লঙ্ঘনে দি কাষ্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রয়েছে

৪. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ২ ধারায় চোরাচালানকে মানিল্ডারিংয়ের সম্পৃক্ত অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করতঃ অপরাধী বা অপরাধে সহায়তাকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা ও মালিকদেরকে ১২ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে।

৫. এছাড়া মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ২৩ ও ২৫ ধারায় উক্ত অপরাধ প্রতিরোধকল্পে বিএফআইইউ সার্কুলারের নির্দেশনাসমূহ লঙ্ঘন করলে ব্যাংক ও জুয়েলারী প্রতিষ্ঠান/জড়িত কর্মকর্তা/পচিালককে বিএফআইইউ আর্থিক জরিমানা, লাইসেন্স বাতিলসহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে ।

স্বর্ণ চোরাচালান বন্ধে প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো

১. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

২. বাংলাদেশ পুলিশ

৩. সিভিল এভিয়েশন অথরিটি

৪. বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট

৫. চোরাচালান নিরোধ কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স

৬. বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

৭. অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থা

স্বর্ণ চোরাচালান বন্ধে করণীয়

- পর্যায়ক্রমে ব্যাগেজ রুল রহিতকরণ/যৌক্তিকীকরণ
- ১ বছর বা তার কম সময় বিদেশে অবস্থানকারী যাত্রীদের ক্ষেত্রে বিদেশ গমনের পূর্বে তাদের পাসপোর্টে বৈদেশিক মুদ্রা এন্ডোর্সমেন্টের পরিমান বা উক্ত স্বর্ণ ক্রয়ের বিপরীতে ব্যয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রার উৎসের সন্তোষজনক দালিলিক প্রমানাদী দাখিল নিশ্চিতকরন
- আয়কর নথিতে আর্থিক সক্ষমতা তাৎক্ষণিক যাচাইয়ের প্রেক্ষিতে স্বর্ণ/স্বর্ণবার ছাড়করণ
- স্বর্ণ আমদানী ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে নীতিমালা সহজীকরণ
- ক্রেতা সাধারণকে স্থানীয় বাজারমূখীকরণ
- স্থানীয় স্বর্ণ শিল্প বিকাশে সহায়ক নীতি প্রনয়ন
- অপরিশোধিত আকরিক ও আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ আমদানি সহজীকরণ
- স্বর্ণ চোরাচালান প্রতিরোধে বিদ্যমান আইনসমূহের কঠোর বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ
- জুয়েলারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক BFIU তে সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন(STR) প্রেরণ

স্বর্ণ চোরাচালান বন্ধে করণীয়

- দক্ষ কারিগরদের প্রনোদনার মাধ্যমে দেশে প্রত্যাবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ
- কারিগরদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ডিজাইন ইনষ্টিটিউট স্থাপন
- Infant Industry ঘোষণা করতঃ আমদানিকৃত কাঁচামাল ও মেশিনারিজের ক্ষেত্রে সকল প্রকার শুল্ক কর অব্যাহতি প্রদান সহ ট্যাক্স হলিডে প্রদানের ব্যবস্থা করা যায়।
- কাস্টমস কর্তৃপক্ষ সহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আরো কার্যকর ভূমিকা পালন
- স্থানীয় বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে প্রতিযোগিতামূলক করার স্বার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ
- গোয়েন্দা নজরদারী বাড়ানো
- চোরাচালানের বাহকদের পাশাপাশি মাফিয়াদের আটক করে আইনের আওতায় আনা
- স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎস কর কাঠামো পরিবর্তন
- পাচার প্রতিরোধে সহায়ক রপ্তানি নীতিমালা প্রণয়ন

বাংলাদেশে স্বর্ণ শিল্পের সম্ভাবনা

- স্বর্ণ শিল্প বিকাশের বিদ্যমান অনুকূল দিকসমূহ
  - অধিক জনসংখ্যা
  - স্বর্ণালংকারের প্রতি আগ্রহ
  - স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের বিশ্বাসযোগ্যতা
  - দক্ষ কারিগর ও শ্রমিকের সহজলভ্যতা
  - উচ্চ এবং ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
  - হাতে তৈরী অলংকারের বিশ্বব্যাপি চাহিদা
  - শ্রমশক্তিতে নারীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ
  - দ্রুত বর্ধনশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান আয়
  - দ্রুত বর্ধনশীল আন্তর্জাতিক রপ্তানী বাজার

বাংলাদেশে স্বর্ণ শিল্পের সম্ভাবনা

- ২০২২ সালে বিশ্বব্যাপী জুয়েলারী বাজারের মূল্য ছিল US$ ২১৬.৪৮ বিলিয়ন এবং ২০২৩ সালে এই বাজার US$ ২২৪.৩৮ বিলিয়ন থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে US$ ৩০৮.৩৬ বিলিয়ন হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

- ২০২১ সালে বিশ্ব বাজারে ২১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সোনার অলংকার রপ্তানী বাণিজ্য হয়েছে। যার মধ্যে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের অবদান ছিলো ৩৯.৪ শতাংশ

- বিশ্বের সর্বোচ্চ সোনার অলংকার কনস্যিউমার ১০ টি দেশের মধ্যে ভারত ও চীন অন্যতম। পাশাপাশি এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোও রয়েছে।

- এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে কারিগরের প্রাচুর্যতাসহ অন্যান্য সুবিধা বেশী থাকা সত্বেও দুর্ভাগ্যবশত, বাংলাদেশ এখনও তার সম্ভাবনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ব জুয়েলারী রপ্তানি বাজারে অর্থপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেনি

বাংলাদেশে স্বর্ণ শিল্পের সম্ভাবনা

- সত্তর দশকে তৈরী পোষাক রপ্তানী শুরু করে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্ব রপ্তানী বাণিজ্যে ২য় অবস্থানে পৌছেছে, এ খাতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট রপ্তানীর পরিমাণ ৪২.৬১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দেশের মোট রপ্তানী বানিজ্যের ৮১.৮১% । এ খাতে নীট মূল্য সংযোজনের পরিমান ১০-২০%
- শুধু একটি খাতের উপর দেশের রপ্তানী বানিজ্য কেন্দ্রীভূত থাকা যে কোন অর্থনীতির জন্যই ঝুঁকিপূর্ণ।
- অপার সম্ভাবনার স্বর্ণ রপ্তানী বাজারে অংশগ্রহণ করতে পারলে এ খাতই একসময় বাংলাদেশের রপ্তানীর প্রধান খাত হতে পারে। এ খাতের নীট মূল্য সংযোজন ৩০-৪০% বিধায় তা তৈরী পোষাক খাতের তুলনায় আমাদের অর্থনীতিতে আরো বড় ভূমিকা রাখতে পারে।
- স্বর্ণের আমদানী ও রপ্তানী নীতি সহজীকরণ, শিল্প সহায়ক সুযোগ-সুবিধার প্রসার ঘটিয়ে এ খাতে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্টকরণ এবং সর্বোপরী চোরাচালান কঠোরভাবে দমনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বে সোনা রপ্তানীতে আইকনিক অবস্থানে পৌছাতে পারবো

THANK YOU